যুগান্তর

তারিখ . . 2.3 DEC. 2016. ...
পৃষ্ঠা ...১৭... কলাম.... ২ ......

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নসহ ১৫ প্রকল্প অনুমোদন

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নসহ ১৫ উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২৬ হাজার ৪১০ কোটি ৮১ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ২২ হাজার ৭৮ কোটি ৭৭ লাখ, বৈদেশিক সহায়তা থেকে ৩ হাজার ৯৪৭ কোটি ৪০ লাখ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৮৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে। বৃহস্পতিবার রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে এ অনুমোদন দেয়া হয়।

বৈঠকে দেশের সব বেইলি ব্রিজ আস্তে আস্তে কংক্রিট দিয়ে মজবুতভাবে তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এসব ব্রিজ ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা টয়লেট তৈরিরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ছেলেদের জন্য তৈরি টয়লেটগুলো পুরুষ শিক্ষকরা এবং মেয়েদের জন্য তৈরি টয়লেটগুলোতে শিক্ষিকারা যেন ব্যবহার করে সে ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। এতে টয়লেটগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এসব নির্দেশনার বিষয়ে নিশ্চিত করছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। এ সময় পরিকল্পনা সচিব তারিক-উল-ইসলাম, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম ও পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এ.এন.সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরীসহ কমিশনের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, এসডিজির ৪ নং লক্ষ্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কেননা শুরুতেই শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হলে ভবিষ্যৎ ভালো হবে। মন্ত্রী জানান, ঢাকায় তৈরি হতে যাওয়া বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে একটি আলাদা স্থান তৈরি করা হবে— যেখানে বিভিন্ন সময় সরকার যেসব পুরস্কার ও উপহার অন্য রাষ্ট্র বা সংস্থা থেকে পেয়ে থাকে সেগুলো রাখা হবে। কেননা এগুলো জাতীয় সম্পদ। তাই সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে।

একনেক বৈঠক

সব বেইলি ব্রিজ কংক্রিটে করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হচ্ছে, চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন, এটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৯ হাজার ১২৩ কোটি ৮৫ লাখ টাকা। চাহিদাভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন, ব্যয় হবে ৫ হাজার ৭৪০ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। সদর দফতর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর শক্তিশালীকরণ, ব্যয় হবে ৩৮৩ কোটি ১২ লাখ টাকা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন,ব্যয় হবে ৩৬৩ কোটি ৮৭ লাখ টাকা। বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর নির্মাণ, ব্যয় হবে ২৭৬ কোটি টাকা। রাজশাহী বঙ্গবন্ধু সিলিকন সিটি (হাইটেক পার্ক),ব্যয় হবে ২৩৮ কোটি ২৫ লাখ টাকা। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ ও সম্প্রসারণ,ব্যয় হবে ৬০ কোটি ৬৬ লাখ টাকা। চিটাগং সিটি আউটার রিং রোড প্রকল্প,ব্যয় হবে ২ হাজার ৪২৬ কোটি ১৫ লাখ টাকা। ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ, (২য় সংশোধিত),ব্যয় হবে ৮৯৯ কোটি টাকা। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইম্যানের বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজীদ বোস্তামি পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ, ধরা হবে ৩২০ কোটি ৪ লাখ টাকা। সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান প্রধান ১১টি ছড়ার পাশে আরসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ,ব্যয় হবে ২৩৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা। মুন্সীগঞ্জ সড়ক বিভাগের অধীন ঝুঁকিপূর্ণ সেতুসমূহ স্থায়ী কংক্রিট সেতু দ্বারা প্রতিস্থাপন, ব্যয় হবে ১৪৭ কোটি ৮২ লাখ টাকা। গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প, ব্যয় হবে ৯৪১ কোটি ৮১ লাখ টাকা। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন (৩য় পর্যায়),ব্যয় হবে ১ হাজার ৯৯৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা এবং খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট ডুয়েল ফুয়েল কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৩ হাজার ২৫৩ কোটি ৭৬ লাখ টাকা।

একনেকে জানানো হয়, বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে ৮১ হাজারটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২ কোটি শিক্ষার্থী রয়েছে। সম্প্রতি সরকার বিদ্যমান ২৬ হাজার ২০০টি রেজিস্টার্ড ও কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে শিক্ষকসহ জাতীয়করণ করেছে। ফলে বর্তমানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে ৬৩ হাজার ৮৭২টিতে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে সরকারিগুলোর অবস্থা তুলনামূলক ভালো। কিন্তু অত্যধিক শিক্ষার্থীর চাপ, পঞ্চম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা এবং প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন করায় পুরনো কাঠামো এখন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলেও সেগুলো মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাত্র ৩০ শতাংশ বিদ্যালয় শিক্ষা অবকাঠামো উপযোগী করা সম্ভব হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রকল্প দুটি অনুমোদন দেয়া হয়েছে।